মুসাফির বাংলা ইস্কুল

HSC . UniAd . BCS . JOB

পদ প্রকরণ

MUSAFIR RAHAD

মুসাফির রাহাদ

বিএ(অনার্স),এমএ(বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা)
মুন্সি আব্দুর রউফ কলেজ,পিলখানা বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex
Guardian BCS, S@ifurs BCS , Amicus Law Academy ,Icon Plus Admission,
ex- Oracle BCS, UCC , Uniaid Admission

01687 600 698
YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

পদ-প্রকরণ

⇨ **বিভক্তিযুক্ত শব্দমাত্রই পদ** এবং
বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ।

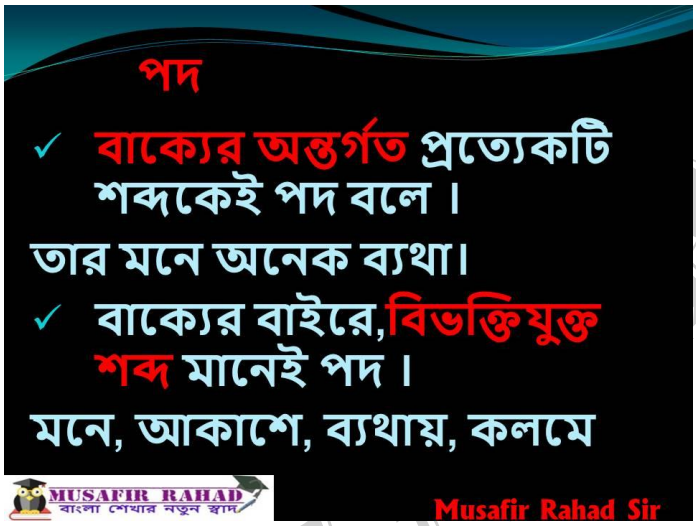

বিশেষ্য পদ

⇨ বিশেষ্য পদ: কোন কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

❑ বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার:

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য:
   ০১. ব্যক্তির নাম: নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল।
   ০২. ভৌগোলিক স্থানের নাম: ঢাকা, দিলিস্ন, লন্ডন, মক্কা।
   ০৩. ভৌগোলিক সংজ্ঞা: মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর ইত্যাদি।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য: যেমন-মানুষ, গরস্ন, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ ইত্যাদি।

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য: বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাউল, চিনি, লবণ, পানি ইত্যাদি।

৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য: সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল ইত্যাদি।

৫. ভাববাচক বিশেষ্য: গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা শোনা ইত্যাদি।

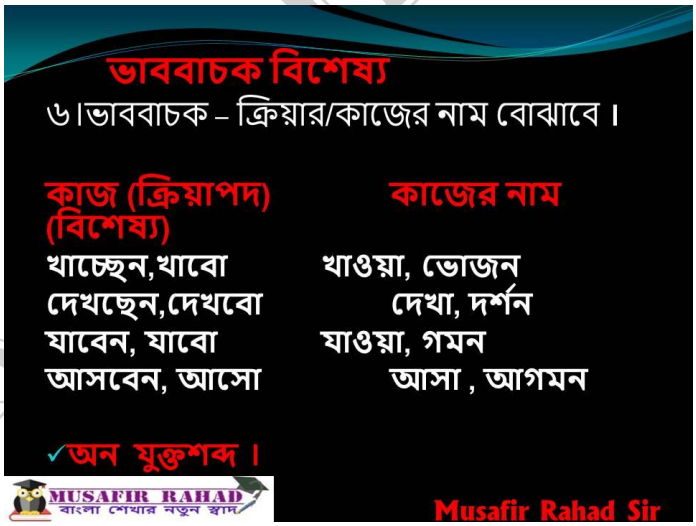

৬. গুণবাচক বিশেষ্য: মধুর মিষ্টত্বের গুণ-মুধরতা, তরল দ্রব্যের গুণ-তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ-তিক্ততা, তরন্নণের গুণ-তারন্নণ্য, সুন্দর বস্তুর গুণ-সৌন্দর্য, বীরের গুণ-বীরত্ব। তদ্রূপ-সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

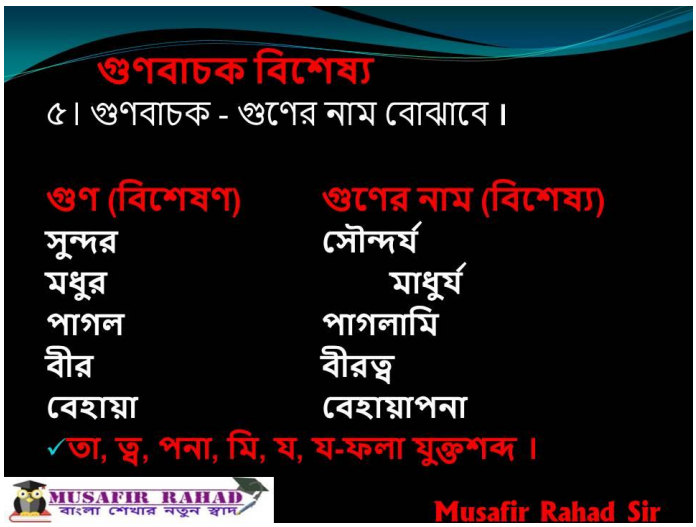

MUSAFIR RAHAD B.A,M.A.(Bengali),University Of Dhaka
Lecturer (GUARDIAN BCS, S@ifurs BCS, IconPlus, Ex- BAF Shaheen College,BMARPC,Oracle BCS,S@ifurs) 01687600698

বিশেষণ পদ

⇨ বিশেষণ পদ: যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ অবস্থা, সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

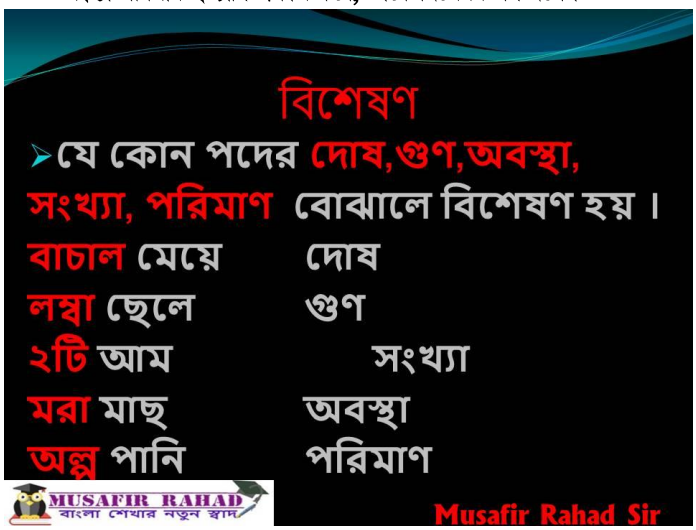

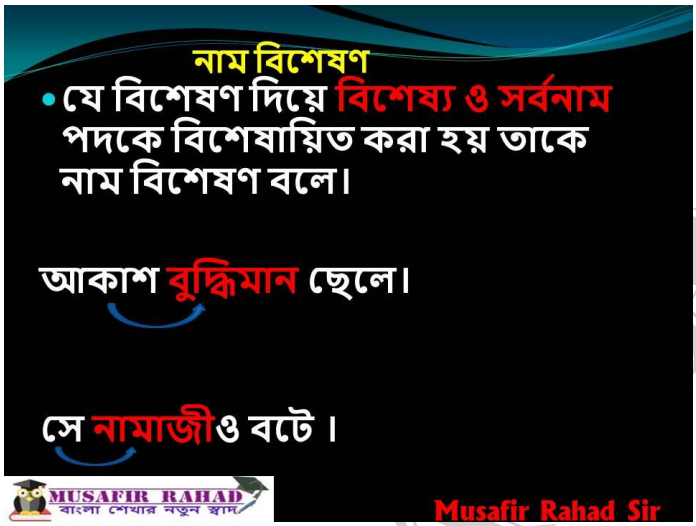

বিশেষণ দু ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ

১. নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা-
বিশেষ্যর বিশেষণ: সুস্থ-সবল দেহকে কে না ভালবাসে?
সর্বনামের বিশেষণ: সে রূপবান ও গুণবান।

❑ বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি:
ক. ক্রিয়াজাত: হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
খ. অব্যয়জাত : আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
গ. সর্বনামজাত : কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
ঘ. সমাসসিদ্ধ: বেকার, নিয়ম-বিরূদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
ঙ. বীপ্সামূলক :হাসিহাসি মুখ, কাঁদাকাঁদ চেহারা, ডুবুডুব নৌকা।
চ. অনুকার অব্যয়জাত : কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে।
ছ. কৃদন্ত: কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
জ. তদ্ধিতান্ত: জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
ঝ. উপসর্গযুক্ত: নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
ঞ. বিদেশি: নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তনি তালুক।

২. ভাব বিশেষণ: ভাব বিশেষণ চার প্রকার: ১. ক্রিয়া বিশেষণ ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।

১. ক্রিয়া বিশেষণ: যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা-
ক. ক্রিয়া সংঘটনের ভাব: ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
খ. ক্রিয়া সংঘটনের কাল: পরে এক বার এসো।

২. বিশেষণীয় বিশেষণ : যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষনীয় বিশেষণ বলে। যথা-
ক. নাম-বিশেষণের বিশেষণ: সামান্য একটু দুধ দাও।
এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।
খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ: রকেট অতি দ্রুত চলে।

৩. অব্যয়ের বিশেষণ: যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা- ধিক তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।

৪. বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যেমন-
দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

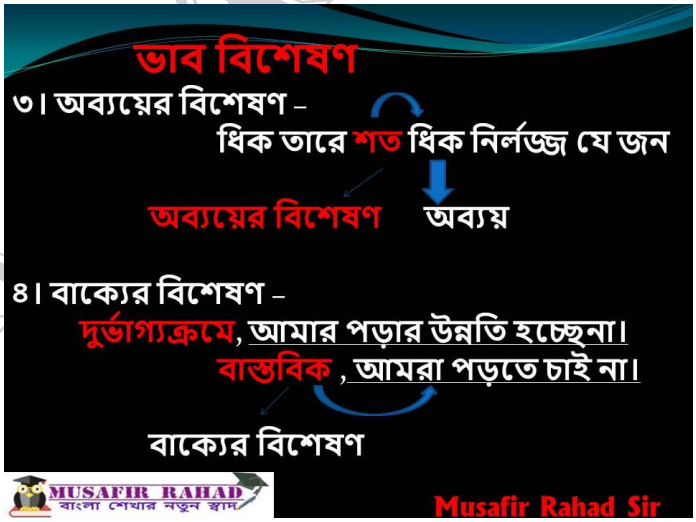

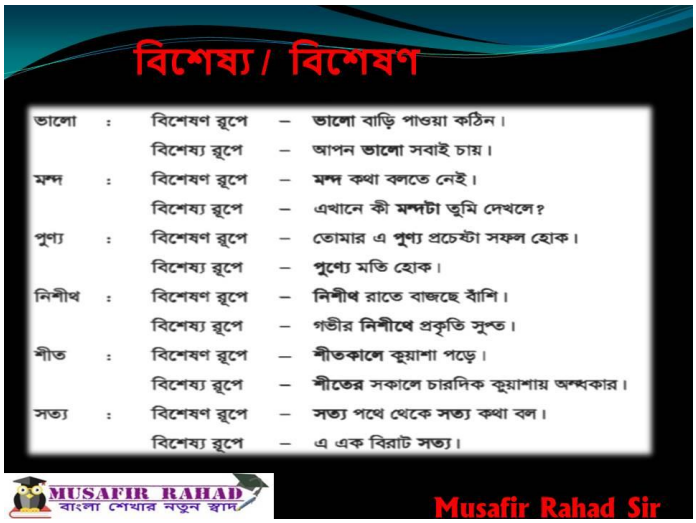

সর্বনাম পদ

⇨ সর্বনাম পদ: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদে বলে। যেমন- যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের পুরুষ। ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

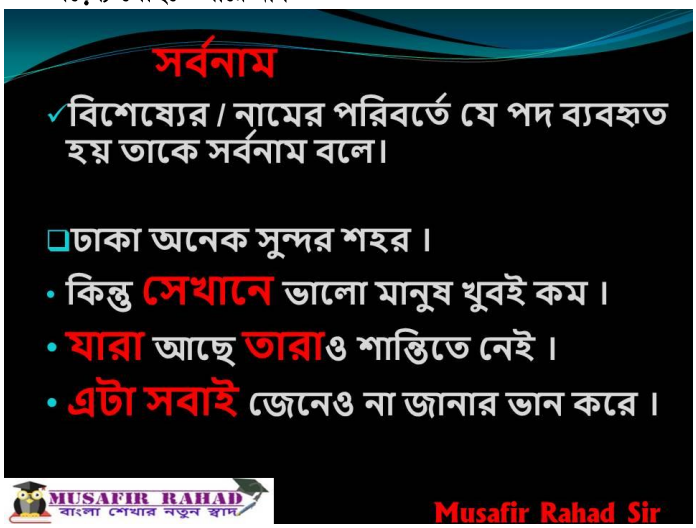

⇨ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওরা ইত্যাদি।
২. আত্মবাচক: স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
৩. সামীপ্যবাচক: এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
৪. দূরত্ববাচক: ঐ, ঐসব, সব।
৫. সাকল্যবাচক: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
৬. প্রশ্নবাচক: কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক: কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
৮. ব্যতিহারিক: আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
৯. সংযোগজ্ঞাপক: যে, যিনি, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
১০. অন্যাদিবাচক: অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

অব্যয় পদ

⇨ অব্যয় পদ: ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় পদ রয়েছে

১. বাংলা অব্যয় শব্দ: আর, আবার, ও , হাঁ, না ইত্যাদি।
২. তৎসম অব্যয় শব্দ: যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি; 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ।
৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ: আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকার ভেদ: অব্যয়পদ প্রধানত চার প্রকার:

১. সমুচ্চয়ী ২. অনন্বয়ী ৩. অনুসর্গ ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

১. সমুচ্চয়ী অব্যয়: যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয়: আর, অধিকন্তু, সুতরাং।
খ. বিয়োজক অব্যয়: বা, অথবা, নতুবা, নাহয়, নয়ত, কিন্তু, বরং।
গ. সংকোচন অব্যয়: তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে অথচ অব্যয়টি দুটো বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।
অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়: যে, যদি, যদিও, যেন, প্রভৃতি।

২. অনন্বয়ী অব্যয় :
ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে: মরি মরি ! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।
খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে: হ্যাঁ আমি যাব। না, আমি যাব না।
গ. সম্মতি প্রকাশে: আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।
ঘ. অনুমোদন বাচকতায়: আপনি যখন বলছেন, বেশ ত আমি যাব।
ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ. যন্ত্রণা প্রকাশে: উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।
ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে: ছি ছি, তুমি এত নীচ।
কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ. সম্বোধনে: ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
ঝ. সম্ভাবনায়: সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।
ঞ. বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-
১. কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।
২. হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।

৩. অনুসর্গ অব্যয়: অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী অব্যয়' নামে পরিচিত। যেমনঃ ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

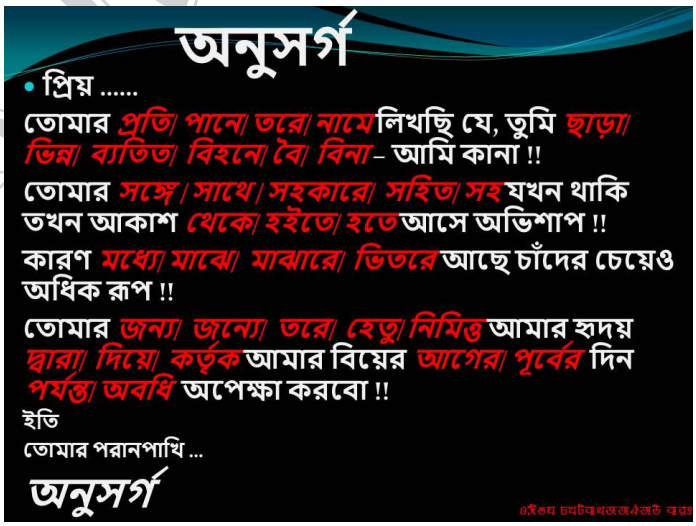

৪. অনুকার অব্যয়:

বজ্রের ধ্বনি-কড়কড়	মেঘের গর্জন-গুড়গুড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ-ঝমঝম	সিংহের গর্জন-গরগর
স্রোতের ধ্বনি-কলকল	ঘোড়ার ডাক-চিহি চিহি
বাতাসের গতি-শনশন	কাকের ডাক-কা কা
শুষ্ক পাতার শব্দ-মরমর	কোকিলের রব-কুহুকুহু
নূপুরের আওয়াজ-রুনঝুম।	চুড়ির শব্দ-টুং টাং

ক্রিয়াপদ

⇨ ক্রিয়াপদ: যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

→ ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দুভাগে ভাগ করা যায়-
০১.সমাপিকা ক্রিয়া ০২. অসমাপিকা ক্রিয়া

০১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন-ছেলেরা খেলা করছে। এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

০২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন-
১. প্রভাতে সূর্য উঠলে----------
২. আমরা হাত-মুখ ধুয়ে ---------
৩. আমরা বিকেলে খেলতে ----------

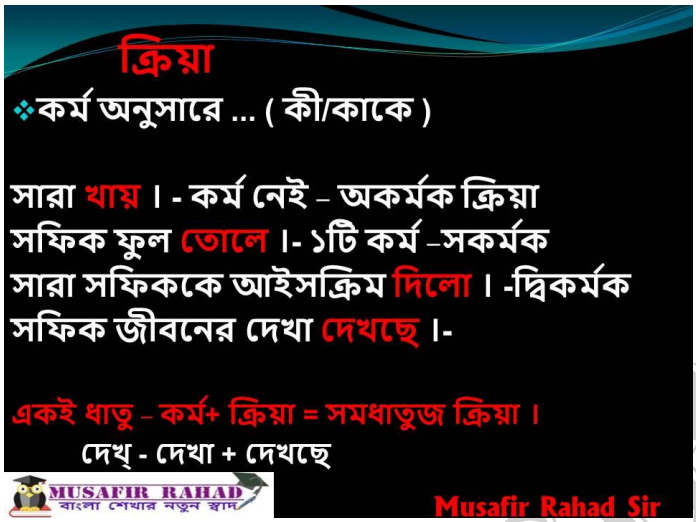

⇨ **সমর্কক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই-সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন-বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।
যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন-মেয়েটি হাসে। 'কি হাসে' বা 'কাকে হাসে' প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই 'হাসে' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

⇨ **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণকর্ম বলে। বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন-বাক্যে 'কলম' (বস্) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

⇨ **সমধাতুজ কর্ম:** বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্থক কর্মপদ বলে। যেমনঃ
এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে ?
বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।
আর মায়াকান্না কেঁদো না গো বাপু।

⇨ **প্রযোজক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। সংস্কৃত ব্যাকরণে একে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়।
প্রযোজক কর্তা : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।
প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।

⇨ **নাম ধাতু ও নাম ধাতুর ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে আ প্রত্যয়যোগে সেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়।

ক. বেত (বিশেষ্য)+আ (প্রত্যয়)=বেতা (নামধাতু)। যথা-শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. বাঁকা (বিশেষণ)+আ (প্রত্যয়)= বাঁকা (নামধাতু)। যথা-কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

গ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : কন কন-দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে।
ফোঁস-অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

⇨ **যৌগিক ক্রিয়া:** একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন-
ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।
খ. নিরন্তরতা অর্থে : তিনি বলতে লাগলেন।
গ. কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।
ঘ. আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।
ঙ. অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।
চ. অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

⇨ **মিশ্র ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ, দে, পা, যা, কাট, খা, ছাড়, ধর, মার, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন-
ক. বিশেষ্যের উত্তর (পরে) : আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।
এখন গোলস্নায় যাও।
খ. বিশেষণের উত্তর (পরে) : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
গ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে): মাথা ঝিমঝিম করছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

প্রশ্ন ও সমাধান

01. নিচের কোনটি অবস্থাবাচক নাম-বিশেষণের উদাহরণ?
A. হলুদ ফসল B. মেটে কলসি
C. তাজা মাছ D. চৌকস লোক

02. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।'- পঙক্তির 'যেন' কোন পদ?
A. সংযোজক অব্যয় B. পদান্বয়ী অব্য
C. অনন্বয়ী অব্যয় D. ভাব বিশেষণ

03. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বিশেষ্য?
A. একত্র B. জবাবদিহি
C. দারিদ্র্য D. সহমর্মিতা E. উৎকর্ষতা

04. বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রকেই কী বলা হয়?
A. বাক্য B. পদ
C. সমাস D. সন্ধি

05. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত কোনটি?
A. সমাজ B. পানি
C. মিছিল D. নদী

06. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে?
A. মৌলিক B. যৌগিক
C. সাধিত D. প্রাতিপদিক

07. ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয়-
A. যতি B. উক্তি
C. ধাতু D. প্রকৃতি

08. 'নতুবা' কোন পদ?
A. বিশেষণ B. ক্রিয়া বিশেষণ
C. সর্বনাম D. অব্যয়

MUSAFIR RAHAD

09. আকাশ শুধু নীল আর নীল- এই বাক্যে 'আর' হচ্ছে-
A. ঘন B. অব্যয়
C. অনেক D. বিশেষ্য

10. নির্দেশক সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?
A. আমি, আপনি B. এ, সে
C. যত...তত, যে... সে D. কেউ, কেউ E. সকলে, সবাই

11. 'ভালো লোক সবার প্রিয়' -বাক্যটিতে 'ভালো' শব্দটি কোন পদ?
A. সর্বনাম B. বিশেষ্য
C. ক্রিয়া D. বিশেষণ

12. "যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসমিতা মনোহরা।"-এখানে বিশেষণ আছে কতটি?
A. ১টি B. ২টি
C. ৩টি D. ৪টি E. ৫টি

13. ক্রিয়াবিশেষ্যের উদাহরণ কোন্‌টিতে রয়েছে?
A. ঢাকা, শনিবার B. জনতা, বাহিনী
C. জুতো, পানি D. পড়া, খাওয়া

14. সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ কোনটিতে রয়েছে?
A. নির্ভয়ে, দ্রুত B. সকালে, দুপুরে
C. সামনে, পিছনে D. অবশ্য, বরং
E. না, নি

15. 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?
A. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে B. অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে
C. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে D. বিশেষণের পরে

16. 'বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা?' এখানে 'বিনে' কী অর্থ প্রকাশ করেছে?
A. সঙ্গে B. ব্যতিরেকে
C. প্রয়োজনে D. আবশ্যিকতায়

17. কোন বাক্যে সমাধাতুজ ক্রিয়া রয়েছে
A. সে হাসিয়া উঠিল B. সে হাসিতেছিল
C. তার হাসিতে বিস্ময় ছিল D. সে বিস্ময়ের হাসি হাসিল

18. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় নয় কোনটি?
A. তির তির B. শির শির
C. মড় মড় D. ধড়ফড়

19. অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে 'তিনি গেলে কাজ হবে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. কার্যপরম্পরা B. বিস্ময়জ্ঞাপন
C. সাপেড়্গাতা D. সম্ভাবনার বিকল্প

20. কোনটি একই সঙ্গে বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে ও বিশেষণের মতোও কাজ করে?
A. সাপেড়্গা সর্বনাম B. নির্দেশক সর্বনাম
C. অব্যয় D. ক্রিয়া বিশেষণ

21. 'ইক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় –
A. অন্য পদকে বিশেষ্য করার জন্য
B. বিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষণ করার জন্য
C. বিশেষ্যকে বিশেষণ করার জন্য
D. বিশেষণকে বিশেষ্য করার জন্য

22. কোনটি ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে দ্বিরুক্তি?
A. গাছের মাথায় মাথায় ফুল
B. পথের ধারে ধারে শিমুল
C. এক এক স্থানে এক এক রকম
D. মনে মনে তুলনা করে দেখলাম

23. 'এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে'– এখানে 'তবু'– হচ্ছে–
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সর্বনাম D. অব্যয়

24. 'দেখিবারে চাই।'– এখানে 'দেখিবারে'
A. নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া B. ক্রিয়াবিশেষ্য
C. ক্রিয়াদ্বিত্ব D. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ

25. 'অনির্দিষ্ট' সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?
A. চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি B. কে এই মুখোধারী
C. জোর যার মুলস্নুক তার D. সবাই রাঙ্গামাটি যাবে

26. 'দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে'– বাক্যটিতে 'দুর্ভাগ্যক্রমে' কোন প্রকার বিশেষণ?
A. অব্যয়ের বিশেষণ B. বিশেষণীয় বিশেষণ
C. ক্রিয়া বিশেষণ D. বাক্যের বিশেষণ

27. 'যার যত ড়্গামতা, সে তত ধন সঞ্চয় করতে পারে'– বাক্যটিতে কোন ধরনের অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে?
A. শর্তবাচক B. বিরোধমূলক
C. নঞর্থক D. সংযোগমূলক E. নিত্য সম্বন্ধীয়

28. 'যত চাও তত লও' কোন পদের দৃষ্টান্ত?
A. সাপেড়্গা সর্বনাম B. নির্ধারক বিশেষণ
C. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় D. দ্বিরুক্ত সর্বনাম

29. 'রাশি রাশি ভারা ভারা' কোন পদের দৃষ্টান্ত?
A. নির্ধারক বিশেষণ B. সমুচ্চয়ী অব্যয়
C. অনুকার অব্যয় D. ব্যতিহারিক সর্বনাম

30. শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কীসে?
A. ভিন্ন অর্থ প্রকাশক B. মৌলিক অর্থের জন্য
C. ভাবে ভিন্নতা D.বাক্যে সম্পর্কহীন ও সম্পর্কযুক্ত

01	C	02	A	03	E	04	B	05	D
06	D	07	C	08	D	09	B	10	B
11	D	12	C	13	D	14	D	15	C
16	B	17	D	18	A	19	C	20	B
21	B	22	D	23	D	24	A	25	A
26	D	27	E	28	A	29	A	30	D

MUSAFIR RAHAD